ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬৮৭
আগরতলা, ৫ জুলাই, ২০২৪

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কৃতী ছাত্রীদের সংবর্ধনা

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোট ২৮ জন কৃতী ছাত্রীকে আজ প্রজ্ঞাভবনের ৩নং হলে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার প্রতিকূল অবস্থাতেও ছনখলা হাইস্কুলের ছাত্রী তৃষ্ণা দাস এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করায় তাকে সংবর্ধিত করেন। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন ও জেলা সমাজশিক্ষা পরিদর্শক কার্যালয় যৌথভাবে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক মীনারানী সরকার বলেন, ছাত্রছাত্রীরা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। তারা সুনাগরিক ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলে দেশের কল্যাণ হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারী বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'- কর্মসূচিটি চালু করেন। তিনি বলেন সরকার বাল্য বিবাহ রোধ ও নারী শিক্ষায় সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। স্বাগত ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার কৃতীদের এই সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শিক্ষা আধিকারিক রূপন রায়। অনুষ্ঠানে জেলা সমাজ কল্যাণ কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এবছর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাধ্যমিকে কৃতী ১৩ জন ছাত্রীকে এবং উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ১৫ জন ছাত্রীকে সংবর্ধনাজ্ঞাপন করা হয়। এবছর জেলায় দ্বাদশে সর্বোচ্চ নাম্বর প্রাপ্ত (৪৮৪) বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রী উদিতা সাহাকে পুষ্পস্তবক, মেমেন্টো ও ২০ হাজার টাকার চেক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অবশিষ্ট ২৮ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতী ছাত্রীর প্রত্যেককে পুষ্পস্তবক, মেমেন্টো ও ৫ হাজার টাকা দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছনখলা হাইস্কুলের মেধাবী ছাত্রী (মাধ্যমিক উত্তীর্ণ) তৃষ্ণা দাসকে পুষ্পস্তবক, মেমেন্টো ও ৫ হাজার টাকার চেক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। বিধায়কসহ অতিথিগণ কৃতীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পরিদর্শক বিপ্লব ঘোষ।

*****